কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

জরুরি অবস্থার প্রস্তুতি

কোনো কিছু ঘটার আগেই প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের উচিত জরুরি অবস্থায় যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার সেসব বিষয়ে প্রস্তুত থাকা। অগ্নিকাণ্ড এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও খারাপ কোনো ঘটনা ঘটতে পারে; যেমন- কোনো শ্রমিক আহত হতে পারে, আগুন লাগতে পারে, ইত্যাদি। জরুরি অবস্থা সম্পর্কে ভালো প্রস্তুতি থাকলে হতাহতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, শারীরিক ও সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং আইনি ঝামেলা ও অর্থনৈতিক ক্ষতি থেকে মুক্ত থাকা যায়।

জরুরি অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য কিছু অবকাঠামোগত উন্নয়নও দরকার (যেমন- অ্যালার্ম, প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম, জরুরি আলো ইত্যাদি)। তবে এগুলোই সব না। মোদ্দা কথা- সবক্ষেত্রেই নিরাপত্তাকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিতে হবে! এর অর্থ হচ্ছে- উৎপাদনের সময়সীমা বেঁধে দেয়া সত্ত্বেও বা সময়সীমার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত চাপ থাকা সত্ত্বেও ফায়ার অ্যালার্ম বাজলে কর্মীদেরকে কারাখানা ত্যাগ করতে বাধা দেয়া যাবে না বা দেরি করানো যাবে না।

জরুরি ব্যবস্থা/পদক্ষেপ/করণীয়

- প্রথমে, প্রাকৃতিক ও বাহ্যিক উপাদান সম্পর্কিত ঝুঁকিসমূহ পর্যালোচনা করা (যেমন- ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস, বন্যা, বৈদ্যুতিক তার ছিড়ে পড়া, গ্যাস বের হওয়া, ইত্যাদি)। *যেসব উপাদানসমূহ উচ্চ ও মধ্যম ধরনের ঝুঁকি বহন করে সেগুলোর প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়া এবং জরুরি ব্যবস্থার মধ্যে এ সম্পর্কিত আলাদা বিভাগ তৈরি করা*। অগ্নিকাণ্ড ও দুর্ঘটনার ঝুঁকি হয়তো কখনও সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না, তাই প্রতিটি ক্ষেত্রেই আলাদা আলাদা ব্যবস্থা নিরূপণ করতে হবে।

- অগ্নিকাণ্ড, ভূমিকম্প এবং বন্যা ইত্যাদি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে একই ধরনের জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় না, কেননা- বিপজ্জনক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার হয় (যেমন- কখনও ভবন ত্যাগ করা দরকার হয়, আবার কখনও ভবনে অবস্থান করা দরকার হয়, ইত্যাদি)।
- জরুরি ব্যবস্থার মধ্যে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত হওয়া দরকার তার মধ্যে রয়েছে- অগ্নি নির্বাপণ যন্ত্রপাতি, একটি দুর্ঘটনা মোকাবেলা পদ্ধতি, জরুরি ফোন নাম্বারের একটি তালিকা (যেমন- অ্যাম্বুলেন্স, হাসপাতাল, FSCD, DIFE ইত্যাদি), জরুরি অবস্থায় যার সাথে যোগাযোগ করতে হবে তার নাম এবং অ্যালার্ম সিস্টেম সম্পর্কে বিস্তারিত। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিন কতজন কর্মী উপস্থিত হলো সে সম্পর্কে একটি তথ্য সংরক্ষণ করা দরকার।

বহির্গমন

- *বহির্গমনে সহায়তার জন্য আলাদা দল* গঠন করা এবং তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া।
- *বহির্গমন সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা* এবং নিয়মিত মহড়া পরিচালনা করা।
- এটা নিশ্চিত করতে হবে যে- আইন দ্বারা নির্ধারিত পন্থা অবলম্বন করে জরুরি বহির্গমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ করে- বহির্গমন পথ এর সংখ্যা, সংকেত, আলো, পথের প্রশস্ততা এবং উপকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে যথাযথভাবে আইনি ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয়েছে। আরো নিশ্চিত করতে হবে যে- জরুরি বহির্গমন পথ তালাবদ্ধ বা কর্মকালীন সময়ে প্রতিবন্ধকতা যুক্ত নয়।
- অ্যাসেমব্লির স্থানে অবস্থান নিশ্চিত করুন।

প্রাথমিক চিকিৎসা

- *প্রাথমিক চিকিৎসা দল* গঠন করা এবং তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া।
- *প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স* প্রদান করা (স্পষ্ট দেখা যায়, সহজে পাওয়া যায় এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত উপকরণাদি সমৃদ্ধ বাক্স হতে হবে)।
- আইন দ্বারা নির্ধারিত মেডিকেল স্টাফ ও যন্ত্রপাতিসহ *প্রাথমিক চিকিৎসা কক্ষ* (৩০০ বা তার অধিক শ্রমিক সম্বলিত প্রতিষ্ঠানের জন্য আইনি বাধ্য-বাধকতা রয়েছে) স্থাপন করা।
- যেসব প্রতিষ্ঠানে ৫,০০০ বা তার অধিক শ্রমিক আছে তাদেরকে অবশ্যই নিজস্ব *স্বাস্থ্যকেন্দ্র* স্থাপন করতে হবে।

দৈনিক-সাপ্তাহিক নিরীক্ষণ

- নিয়মিত এটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে যে- জরুরি অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য যেসব অবকাঠামো থাকা দরকার তা আছে এবং সেগুলো কাজ করছে (যেমন- ফায়ার অ্যালার্ম, জরুরি আলো, প্রাথমিক চিকিৎসার উপকরণ ইত্যাদি আছে কি না তা পরীক্ষা করতে হবে)

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
বিএফডিসি কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স
২৩-২৪ কাওরান বাজার (২য় ও ৩য় তলা), ঢাকা ১২১৫
ফোন : +৮৮ ০২ ৫৫০ ১৩৬২৭
Web: www.dife.gov.bd
Email: chiefdife@gmail.com

এই প্রকাশনাটি কানাডা, নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাজ্য ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই,এল,ও)-র
'তৈরি পোশাক শিল্পে কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি'-এর সহায়তায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত

Canada
Kingdom of the Netherlands
UKaid
International Labour